গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

[ভ্যাট বিভাগ]

সাধারণ আদেশ নং- ০৩/মূসক/২০১৯ তারিখঃ ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ক্রান্তিকালীন মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন করিল, যথা:-

২। ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতিতে করণীয়।—জুলাই ১, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সারণীর ক্রমিক নং (১) এ বর্ণিত বিষয়ে ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে ক্রমিক নং (৪) এ বিধৃত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবেঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	পরিস্থিতি	করণীয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	নিবন্ধন	(১) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের করণীয়।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় দ্রুত নিবন্ধিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প হতে জারীকৃত অনুশাসন পরিপালন করিতে হইবে।
		(২) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় নিবন্ধিত; কিন্তু বার্ষিক টার্নওভার ৩ কোটি টাকার কম এমন প্রতিষ্ঠানের করণীয়।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের আবশ্যকতা না থাকা সত্বেও স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত হইতে পারিবে।
		(৩) নিবন্ধনের আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় নিবন্ধিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের করণীয়।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় দ্রুত নিবন্ধিত হইতে হইবে। অন্যথায়, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
		(১) ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত পুরাতন ১১ ডিজিটের BIN ব্যবহার করিয়া খালাসকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে এবং "মূসক-১১" চালানের মাধ্যমে ক্রয়কৃত উপকরণের	আইনি বিধান পরিপালন করিয়া দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় করা যাইবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	পরিস্থিতি	করণীয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২।	রেয়াত ও চলতি হিসাব	ক্ষেত্রে রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত।	
		(২) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) স্থিত সমাপনী জের মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় সমন্বয়করণ।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ এর বিধান অনুযায়ী হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে।
		(৩) ট্যারিফ মূল্য বিশিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে রেয়াত : উপকরণের ক্ষেত্রে	(ক) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় ট্যারিফ মূল্য ভিত্তিক পণ্য বা সেবা যদি ১৫ (পনের) শতাংশ হারে মূসক প্রদানের জন্য নির্ধারিত হইলে কেবলমাত্র উৎপাদনস্থলে রক্ষিত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক উপকরণ কর রেয়াত হিসাবে দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবে; (খ) ১৫ (পনের) শতাংশ মূসক হার ভিন্ন অন্যকোন হারের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রযোজ্য হইবে না এবং দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় করা যাইবে না।
৩।	মূল্য ঘোষণা	যদি ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বা তাহার পূর্বে পণ্য উৎপাদিত হয় কিন্তু ১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ বা তাহার পরে পণ্য সরবরাহ দেয়া হয় সেইক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়ে করণীয়।	পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে না; তবে, সকল পণ্যের উপকরণ উৎপাদ সহগ নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।
৪।	উৎসে মূসক কর্তন	(১) কোনো সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহ প্রদান, চালানপত্র ইস্যু ও মূল্য প্রদান ইহার মধ্যে কোনো একটি ঘটনা যদি ১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ বা তাহার পরে সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে করণীয়।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ ও তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যুসহ উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলী পরিপালন করিতে হইবে। এই বিষয়ে উৎসে কর্তন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনেও বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে।
		(২) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী মূসক-১২খ এর ভিত্তিতে ইস্যুকৃত উৎসে মূসক	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী ইস্যুকৃত উৎসে মূসক কর্তনের প্রত্যয়নপত্র (মূসক-১২খ) ১ জুলাই, ২০১৯

ক্রমিক নং	বিষয়	পরিস্থিতি	করণীয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		কর্তনের প্রত্যয়নপত্র ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পর কত দিন পর্যন্ত সমন্বয় করা যাইবে।	খ্রিস্টাব্দ তারিখের পর ইস্যু করা হইলেও তাহা ইস্যু করিবার কর মেয়াদের দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে।
৫।	অভিন্ন মূল্যে সরবরাহকৃত পণ্য	অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হইলে উৎপাদন বা প্রথম সরবরাহ পর্যায়েই পরবর্তী সকল পর্যায়ের মূসক পরিশোধ করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আগে যে সকল পণ্য এই বিধান অনুসরণ করিয়া সরবরাহ করা হইবে, সে সকল পণ্য যদি বিক্রি না হয় তাহা হইলে ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বা তাহার পরে করণীয়।	(ক) ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট অভিন্ন মূল্যে সরবরাহতব্য পণ্যের মজুদ থাকিলে উহার পরিমাণ উল্লেখ করিয়া মূসক-১৭ রেজিস্টার হালনাগাদ করিতে হইবে; (খ) মূসক-১৭ এ বর্ণিত মজুদ তালিকায় বর্ণিত পণ্যের বিপরীতে কর পরিশোধের তথ্য জুন, ২০১৯ করমেয়াদের দাখিলপত্রে (মূসক-১৯) প্রদর্শন করিতে হইবে; (গ) জুন, ২০১৯ করমেয়াদের দাখিলপত্রের সহিত মূসক-১৭ এর কপি (সকল পণ্যের জন্য একটি সারসংক্ষেপসহ) দাখিল করিতে হইবে এবং উহার কপি নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে; (ঘ) ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে উক্ত মজুদের পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের বিধান অনুযায়ী কোনো মূসক প্রযোজ্য হইবে না; (ঙ) এই পণ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহ প্রদান করিতে হইবে এবং যথাসম্ভব দ্রুত উহার মজুদ শেষ করিতে হইবে।
৬।	আপীল নিষ্পত্তি	(১) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী আপীল দায়ের করা হইলে এবং ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বা তাহার পরে মামলার রায়ে করদাতা বিজয়ী হইলে ১০% জমাকৃত অর্থ নিষ্পত্তিতে করণীয়। (২) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী আপীল দায়ের	(১) মামলার চূড়ান্ত রায় থাকা সাপেক্ষে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে হইবে। (২) মামলার চূড়ান্ত রায় থাকা সাপেক্ষে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	পরিস্থিতি	করণীয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		করা হইলে এবং ১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর পরে উক্ত মামলার রায়ে সরকার বিজয়ী হইলে করণীয়।	
৭।	নির্মাণ সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে টেন্ডার বা চুক্তির কার্যকারিতা	৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত স্বাক্ষরিত সকল চুক্তির আওতাধীন নির্মাণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয়।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩৩ এবং ৪৯ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
৮।	শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর হইতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ	(১) ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত দাখিলকৃত প্রত্যর্পণ আবেদন	(১) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর বিধান অনুসরণ করিয়া শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর হইতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে
		(২) ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বা তাহার পূর্বে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীন রপ্তানির ক্ষেত্রে	(২) ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বা তাহার পূর্বে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীন যে সকল রপ্তানি সম্পন্ন হইবে উহার বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রাপ্তির জন্য মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর বরাবর আবেদন করিতে হইবে। মহাপরিচালক উক্ত আইনের বিধান অনুসরণ করিয়া প্রত্যর্পণ আবেদন নিষ্পত্তি করিবেন।
		(৩) ১ জুলাই, ২০১৭ বা তৎপরবর্তীতে রপ্তানি ও শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহের বিপরীতে কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর আওতায় পরিশোধিত আমদানি শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্কসহ অন্যান্য শুল্ক প্রত্যর্পণ	(৩) কাস্টমস বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অনুশাসন সাপেক্ষে মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর এই ধরণের শুল্ক প্রত্যর্পণ আবেদন গ্রহণ করিয়া কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর আওতায় নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

মজুদ ও উপকরণ করের পরিমাণ

ঘোষণার তারিখ :		করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা (১১ ডিজিট):		করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা (৯ ডিজিট)	
নাম :					
ঠিকানা :				টেলিফোন নং	
অংশ-ক: মজুদ উপকরণ সংক্রান্ত তথ্য					
ক্রমিক সংখ্যা	উপকরণের নাম	প্রকৃত মজুদের পরিমাণ		পরিশোধিত মোট উপকরণ কর (মূসক) এর পরিমাণ	মন্তব্য (প্রামাণিক দলিলাদির বিবরণসহ)
		পরিমাণ	মূল্য		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১। ২। ৩।					*
	মোট				
অংশ-খ: সরবরাহতব্য মজুদ পণ্য সংক্রান্ত তথ্য					
ক্রমিক সংখ্যা	পণ্যের নাম	প্রকৃত মজুদের পরিমাণ		পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণে পরিশোধিত মোট উপকরণ কর (মূসক) এর পরিমাণ	মন্তব্য (প্রামাণিক দলিলাদির বিবরণসহ)
		পরিমাণ	মূল্য		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১। ২। ৩।					*
	মোট				
সর্বমোট (অংশ-১ ও অংশ-২ এর কলাম ৫ মোট দ্বয়ের যোগফল)					
আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এই ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি সর্বোতভাবে সম্পূর্ণ, সত্য ও নির্ভুল। তারিখ :..... **নিবন্ধিত ব্যক্তির স্বাক্ষর**					

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মোঃ তারেক হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক নীতি)